জন্মগত প্রতিবন্ধী অসহায় মুসলিমার প্রতি বিত্তবানদের সহায়তার আহ্বান

জন্মগত প্রতিবন্ধী অসহায় মুসলিমা খাতুনের জন্য মানবিক সহায়তার আহ্বান জানিয়েছেন তার পরিবার ও স্থানীয়রা।

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার হাটবোয়ালিয়া গ্রামের মৃত ছাকারদ্দীন ও মৃত বিলকিস রাবেয়ার মেয়ে মুসলিমা খাতুন জন্মগতভাবে প্রতিবন্ধী। বর্তমানে তার বয়স প্রায় ৩৮ বছর। দীর্ঘদিন ধরে মা- বাবাহীন অবস্থায় মানবেতর জীবনযাপন করছেন তিনি।

জানা যায়, মুসলিমা খাতুন খুব ছোট বয়সেই মায়ের স্নেহ হারান। তার মা বিলকিস রাবেয়া দীর্ঘদিন ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত থাকার পর ২০০০ সালে মৃত্যুবরণ করেন। মায়ের মৃত্যুর পর বাবার স্নেহেই কোনোভাবে দিন কাটছিল। কিন্তু ২০০৯ সালে তার বাবা ছাকারদ্দীনও মারা যান। এরপর থেকে সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়েন মুসলিমা।

মা-বাবার মৃত্যুর পর প্রায় ২৩ বছর ধরে তিনি মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার রাইপুর ইউনিয়নের শিমুলতলা গ্রামে তার নানাবাড়িতে বসবাস করছেন। সেখানে বৃদ্ধ নানির তত্ত্বাবধানে কোনোভাবে দিন পার করছেন। তবে বয়সের ভারে নানি এখন আর আগের মতো দেখাশোনা করতে পারেন না। ফলে প্রতিবন্ধী মুসলিমার জীবনযাপন দিন দিন আরও কষ্টকর হয়ে উঠছে।

জন্মগত প্রতিবন্ধকতার কারণে মুসলিমা খাতুন স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারেন না এবং কোনো ধরনের কাজ করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। নিজের জীবিকার কোনো উপায় না থাকায় অন্যের সহানুভূতি ও সাহায্যের ওপর নির্ভর করেই তার দিন কাটছে। আর্থিক সংকটের কারণে চিকিৎসা, খাবার ও দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জোগাড় করতেও তাকে চরম কষ্টে পড়তে হচ্ছে।

স্থানীয়দের মতে, সামান্য সহযোগিতা ও সমাজের মানবিক মানুষের সহায়তা পেলে মুসলিমা খাতুনের জীবন কিছুটা হলেও স্বস্তি পেতে পারে।

মুসলিমার ভাই সেলিম বাবু সমাজের বিত্তবান ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি, সামাজিক ও মানবিক সংগঠনসহ সকল হৃদয়বান মানুষের কাছে অসহায় জন্মগত প্রতিবন্ধী মুসলিমা খাতুনের পাশে দাঁড়ানোর জন্য মানবিক সহায়তার আহ্বান জানিয়েছেন।

এলাকাবাসীর আশা, মানবিক সহায়তা পেলে অসহায় মুসলিমা খাতুনের জীবনে নতুন করে বাঁচার আশা জাগবে।

আলমডাঙ্গায় ডাকাতি প্রস্তুতি মামলার দুই আসামি গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে ডাকাতি প্রস্তুতি মামলার সঙ্গে জড়িত দুই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) শীতর বিশ্বাস সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ থানার বিভিন্ন এলাকায় গ্রেফতারি পরোয়ানা তামিল ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় আলমডাঙ্গা থানাধীন রুয়াকুলি গ্রামের বদরগঞ্জ মাঠে মো. লোকমানের কাঁঠাল বাগানের সামনে চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গা সড়কের ওপর সমবেত হয়ে ডাকাতি প্রস্তুতির ঘটনার সঙ্গে জড়িত মামলার দুই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন আসাননগর গ্রামের আকমল হোসেনের ছেলে মো. খোরশেদ (৩০) এবং আলমডাঙ্গা পৌরসভার কোর্টপাড়া এলাকার আব্দুস সালামের ছেলে শরিফুল ইসলাম (২৬)।

বুধবার (১১ মার্চ) ভোর ৪টার দিকে আলমডাঙ্গা থানাধীন সাদাব্রীজ মোড় এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। পরে আলমডাঙ্গা থানার মামলা নং-৩৪, তারিখ ২৮/০৮/২০২৫ খ্রি., ধারা ৩৯৯/৪০২ পেনাল কোডে তাদের বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় “আমরা ক’জন” বন্ধু সংগঠনের উদ্যোগে ঈদ উপহার বিতরণ

আলমডাঙ্গায় “আমরা ক’জন” বন্ধু সংগঠনের উদ্যোগে অসহায় ও দুস্থ মানুষের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে মানবতার সেবায় “আমরা ক’জন” বন্ধু সংগঠনের উদ্যোগে অসহায় ও দুস্থ মানুষের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটার দিকে আলমডাঙ্গা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে এই মানবিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হাট বোয়ালিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজের সহকারী অধ্যাপক কবি আসিফ জাহান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইলিয়াস হোসেন।

তিনি বলেন, মানবতার সেবায় মানুষের সেবা করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। ঈদ মানেই আনন্দ, কিন্তু আমাদের আশপাশে এমন কিছু মানুষ আছেন যারা এই ঈদে আনন্দ করতে পারেন না। তাদেরকে একটু আনন্দ দিতে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। আশা রাখি, ভবিষ্যতেও আমাদের এই সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

হারদী এমএস জোহা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক মিজানুর রহমানের পরিচালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন “আমরা ক’জন” বন্ধু কমিটির সদস্য মো. শামসুল আলম, আব্দুর রাজ্জাক মন্টু, এনামুল হক বাচ্চু, আনোয়ারুল ইসলাম, আব্দুল মালেক, এনামুল হক, মঞ্জুরুল ইসলাম লিটু, মহসিন কামাল প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের সভাপতি কবি আসিফ জাহান বলেন, আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস আগামী দিনে আরও বৃহৎ আকারে প্রতিফলিত হোক। বিত্তবানদের মাঝে উৎসাহ সৃষ্টি হোক, যেন অসহায় মানুষের পাশে সাহায্যের হাত প্রসারিত হয়।

দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন পরাগপুর মাদ্রাসার শিক্ষক হাফেজ মাওলানা আব্দুল কাদের। আলোচনা সভা শেষে ৩০ জন অসহায় ও দুস্থ মানুষের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

আলমডাঙ্গায় কৃষকদের মাঝে কৃষি উপকরণ বিতরণ

আলমডাঙ্গায় কৃষকদের মাঝে কৃষি উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলমডাঙ্গা কৃষি অফিসে যশোর অঞ্চলের টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় এই কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হয়।

নিরাপদ উচ্চমূল্যের মসলার প্রদর্শনীতে কৃষকদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের বীজ বিতরণ করা হয়। এ প্রদর্শনীতে আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাসুদ হোসেন পলাশের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত উপপরিচালক কৃষিবিদ কৃষ্ণ রায়।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার কৃষিবিদ সাইফুল্লাহ মাহমুদ, সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার ডিপ্লোমা কৃষিবিদ মো. আব্দুস সামাদ এবং উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ডিপ্লোমা কৃষিবিদ মো. আশরাফুল আলম।

কৃষি উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে মোট ১৩৫ জন কৃষকের মাঝে উচ্চমূল্যের বিভিন্ন বীজ বিতরণ করা হয়। কৃষকদের মাঝে দেওয়া হয় কাকরোল ১০টি, করলা ১০টি, চিচিঙ্গা ১০টি, লতিকচু ১০টি, মুখিকচু ১০টি, গ্রীষ্মকালীন টমেটো ১০টি, আদা ৯টি, হলুদ ৮টি, মরিচ ৪টি, মাশরুম ৩টি, গ্রীষ্মকালীন তরমুজ ১০টি, লিচু ৩টি, আম ৪টি, কলা ৩টি, পেঁপে ৪টি, কুল ১০টি, ড্রাগন ১টি, কৃষি প্রযুক্তি গ্রাম ৩টি, ভার্মি কম্পোস্ট ১০টি এবং ট্রাইকো কম্পোস্ট ৩টি।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, বর্তমান সরকার কৃষিপণ্যের ওপর বিশেষ নজর দিয়েছে। সকল প্রকার কৃষি ফসলের পাশাপাশি উচ্চমূল্যের মসলা, ফল ও মাশরুম চাষের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কৃষকদের উৎসাহিত করতে এ ধরনের প্রদর্শনীর মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম

গ্রহণ করা হয়েছে। আত্মনির্ভরশীল কৃষক পরিবার একটি উন্নয়নশীল দেশ গড়তে সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখবে।

আলমডাঙ্গায় সাপের কামড়ে তিন বছরের শিশুর মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় সাপের কামড়ে নুসাইবা (৩) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার বারাদী ইউনিয়নের অনুপনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত নুসাইবা অনুপনগর গ্রামের কামরুল মিয়ার মেয়ে। গতকাল সোমবার দুপুরের দিকে এ ঘটনা ঘটে।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, দুপুরে বাড়ির আশপাশে খেলাধুলা করার সময় হঠাৎ একটি সাপ নুসাইবাকে কামড় দেয়। বিষয়টি টের পেয়ে পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক বিকেলের দিকে শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।

নুসাইবার মৃত্যুর খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে গ্রামজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। সন্ধ্যার দিকে নিথর মেয়েকে কোলে নিয়ে বাড়িতে ফেরার সময় বাবার আহাজারিতে পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে। স্বজন ও প্রতিবেশীরাও কান্নায় ভেঙে পড়েন।

আলমডাঙ্গায় সাংবাদিকদের সঙ্গে সাবেক চেয়ারম্যান সেলিমের

মতবিনিময় ও ইফতার

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেহালা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আসিরুল ইসলাম সেলিম এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।
সোমবার বাদ আসর মুন্সিগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ মতবিনিময় সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেহালা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি তাহাজ উদ্দিন মাস্টার, দৈনিক মাথাভাঙ্গার বার্তা সম্পাদক ও দৈনিক যুগান্তরের চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি ছড়াকার আহাদ আলী মোল্লা, আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রেসক্লাবের সিনিয়র সদস্য রহমান মুকুল, সিনিয়র সাংবাদিক শ্রী প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস, ফিরোজ ইফতেখার, তানভীর সোহেল, আতিক বিশ্বাস, দৈনিক মাথাভাঙ্গার শিফট ইনচার্জ আলম আশরাফ, আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি নাহিদ হাসান, সহ-সভাপতি সোহেল হুদা ও আব্দুল্লাহ হক, সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক শাওন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অনিক সাইফুল ও তানজিদ হিরো, সাংগঠনিক সম্পাদক সঞ্জু আহমেদ, দপ্তর সম্পাদক শরিফুল ইসলাম রোকন, কোষাধ্যক্ষ শাহরিয়ার শরিফ, আইসিটি বিষয়ক সম্পাদক কাজী সোহাগ, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক রিপন আলী, কার্যনির্বাহী সদস্য সেলিম রেজা, সালাউদ্দিন মুক্তার, কলিন মোর্শেদ, আব্দুল্লাহ আল মামুন, মহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আসিরুল ইসলাম সেলিম বলেন, পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আগামী দিনে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চান তিনি। তিনি বলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলাকে একটি মডেল উপজেলা হিসেবে গড়ে তুলতে এ বৃহত্তর জনপদের মানুষের সেবা করতে চান।

তিনি আরও বলেন, অতীতে জেহালা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়ে মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন। আগামী দিনেও উপজেলাবাসীর সেবা করার ব্রত নিয়ে এগিয়ে যেতে চান।

এ সময় তিনি উপজেলাবাসীর দোয়া ও আশীর্বাদের পাশাপাশি সাংবাদিকদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে, নির্বাচনের দীর্ঘ সময়ে সাংবাদিকরা তার পাশে থাকবেন।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের অভিযানে মাদকসহ একজন গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ২৮ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গত রবিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে অভিযান চালিয়ে তুষার হোসেন (৩২) নামে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) মো. জাহাঙ্গীর হোসেন মুন্সিগঞ্জ পুলিশ ক্যাম্পের সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ক্যাম্প এলাকায় মাদকদ্রব্য উদ্ধারে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযান চলাকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানাধীন জেহালা পুকুরপাড় এলাকায় মো. শহিদুল ইসলামের ফার্নিচার দোকানের সামনে কাঁচা রাস্তা থেকে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় হাফিজুর রহমানের ছেলে মো. তুষার হোসেনকে মাদকসহ গ্রেফতার করা হয়।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের গড়চাপড়া গ্রামের বাসিন্দা তুষার হোসেন এলাকার চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী। তার কাছ থেকে ২৮ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) ধারার সারণির ২৯(ক) অনুযায়ী মামলা রুজু করে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় প্রেসক্রিপশন পয়েন্টের উদ্যোগে ইফতার

মাহফিল

আলমডাঙ্গায় প্রেসক্রিপশন পয়েন্টের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রেসক্রিপশন পয়েন্টের সৌজন্যে ফার্মাসিউটিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের নিয়ে এ ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

সোমবার আলমডাঙ্গার লাইলা কনভেনশন হলে এ ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মানবাধিকার কর্মী খাইরুল ইসলামের সঞ্চালনায় এবং আলহাজ্ব ডা. লিয়াকত আলীর সভাপতিত্বে পবিত্র মাহে রমজানের তাৎপর্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাবেক সিভিল সার্জন ডা. রওশন আরা, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন আলমডাঙ্গা শাখার সভাপতি আল আমিন হোসেন পরশ, সেক্রেটারি প্রভাষক খাইরুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ সাইদুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রেসক্লাবের প্রচার সম্পাদক আব্দুল জব্বার, এপেক্স কোম্পানির আরএসএম আব্দুল জব্বার, ইথিক্যাল ফার্মার ম্যানেজার আরজু, ওরিয়ন ফার্মার ম্যানেজার শফিকুল ইসলামসহ ফার্মাসিউটিক্যালস রিপ্রেজেন্টেটিভস অ্যাসোসিয়েশনের (ফারিয়া) প্রতিনিধিরা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ফরিদুল ইসলাম। আলোচনা শেষে দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনায় দোয়া পরিচালনা করেন আরিফ হোসেন।

আলমডাঙ্গায় খেলাফত মজলিসের ইফতার মাহফিল

আলমডাঙ্গায় খেলাফত মজলিসের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। খেলাফত মজলিস আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার আয়োজনে “খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণআন্দোলন গড়ে তুলুন” এবং রমজানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক এ আলোচনা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

সোমবার বিকাল ৫টার দিকে আলমডাঙ্গা চারতলা মোড়ের সেফ অ্যান্ড সুপার রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন খেলাফত মজলিস উপজেলা শাখার সভাপতি মাওলানা আনিসুর রহমান।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির ও কুষ্টিয়া জোন পরিচালক অধ্যাপক মাওলানা সিরাজুল ইসলাম। তিনি বলেন, দেশের ইসলামী ও সমমনা রাজনৈতিক শক্তিগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, সংহতি ও ঐক্য আজ সময়ের অপরিহার্য দাবি। বিভক্তি বা মতানৈক্য জাতির কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। বরং জাতীয় স্বার্থে এবং জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও কুষ্টিয়া জোন পরিচালক, সাবেক ব্যাংকার সিরাজুল ইসলাম। তিনি বলেন, যে চেতনা ও প্রত্যাশা নিয়ে জুলাই আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল, সেই চেতনার বাস্তব প্রতিফলন ঘটাতে হলে রাজনৈতিক দল, যুব সংগঠন এবং সচেতন নাগরিক সমাজকে সম্মিলিতভাবে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। যুবসমাজই জাতির ভবিষ্যৎ ও পরিবর্তনের প্রধান শক্তি। তাই দেশের কল্যাণে, ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে এবং ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সমাজকে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা মনিরুজ্জামান, আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার সভাপতি আকরাম হোসাইন, কুষ্টিয়া জেলা যুব মজলিসের সেক্রেটারি হাফেজ মো. শফিউল ইসলাম, বাড়াদী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট সমাজসেবক মনিরুজ্জামান মনি এবং জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ইমাম মাওলানা মো. আবুল বাশার।

আলহাজ্ব জাকারিয়া হাবিবের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন আলমডাঙ্গা নাগরিক উন্নয়ন কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক শরিফুল ইসলাম পিন্টু এবং সরকারি কলেজের প্রভাষক মো. আব্দুল হাই।

অনুষ্ঠান শেষে দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন মাওলানা মো. ইসহাক আলী।

আলমডাঙ্গায় আতশবাজি বিস্ফোরণে তিন শিশু জখম

আলমডাঙ্গার ভাংবাড়ীয়া গ্রামে ঈদের আনন্দে দিয়াশলাইয়ের বারুদ দিয়ে পটকা বানিয়ে ফোটাতে গিয়ে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে তিন শিশু গুরুতর আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে একজনের হাতের কব্জি থেকে পাঁচটি আঙুল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বলে জানা গেছে।

গতকাল রবিবার বেলা আনুমানিক ১১টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়ীয়া গ্রামের মিলপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কয়েকজন শিশু মিলে নবনির্মিত একটি মসজিদের ছাদে পটকা তৈরি করে তা ফোটানোর চেষ্টা করছিল। এ সময় হঠাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে এবং ঘটনাস্থলেই তিন শিশু গুরুতর আহত হয়।

আহতরা হলেন জাকির হোসেনের ছেলে রনক (১৩), উজ্জ্বল হোসেনের ছেলে হুসাইন আলি (১০) এবং আহমেদ আলির ছেলে আলমিয়া হোসেন (১০)।

বিস্ফোরণে রনক নামের শিশুটির হাতের কব্জি থেকে পাঁচটি আঙুল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বলে স্থানীয়রা জানান। পরে স্থানীয়রা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়।

সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে রনকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকায় রেফার করা হয়েছে।

খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বাণী ইসরাইল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখেন।

ঘটনাটি এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। স্থানীয়রা শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ খেলাধুলা ও আতশবাজি তৈরির বিষয়ে অভিভাবকদের আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।